টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝক্‌ঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক
জল গম্বুজের নিকট
পোঃ বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ
জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা
★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।
★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।
★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।
★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।
জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫৫শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৩১শে বৈশাখ বুধবার, ১৩৭৬ ইং 14th May 1969 { ৫০শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন
ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরাসিন কুকারটির অভিনব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুল ও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

• ধুলা, ধোঁয়া ও ঝঞ্ঝাটহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার
বিপুলতা আমাদের।
ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ প্রাইভেট লিঃ
বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

এই তো খেলার দিন—
ক্রিকেট, ভলিবল, ব্যাডমিণ্টন।
উল ও প্রসাধন সামগ্রী ইত্যাদি পাওয়া যায়।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
কর্ম্মাধ্যক্ষ—খেলা ঘর
রঘুনাথগঞ্জ চাউলপটী, মুর্শিদাবাদ

বিশেষ ঘোষণা
২৫শে বৈশাখ '৭৬ থেকে এক পক্ষকাল রবীন্দ্র জন্মোৎসব উপলক্ষে বিশ্বভারতী প্রকাশিত গ্রন্থে এবং অন্যান্য গল্প, উপন্যাস ও ধর্মগ্রন্থে শতকরা ১২½ টাকা হারে সর্বস্তরের ক্রেতা'কে কমিশন দেওয়া হবে।
ষ্টুডেন্টস্ ফেভারিট
রঘুনাথগঞ্জ — ফোন ৪৪

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩১শে বৈশাখ বুধবার সন ১৩৭৬ সাল।

॥ ভাবিবার দিক ॥

—০—

সমাজ-জীবনে নানা ঝকমারি। সেখানে নানা মাথাব্যথা। প্রথমতঃ দৈনন্দিন আহার্য-পরিধেয়-বাসস্থানের মূল সমস্যা। আমোদপ্রমোদ, বিলাস প্রভৃতি আনুষঙ্গিকের কথা পরে। আর আপন আপন পুত্র কন্যাদের শিক্ষাদানের সমস্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান লইয়া আছে। বালক-বালিকাদিগকে পাঠান হয় স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী। উল্লেখিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহে পাঠসমাপনের মাপকাঠি বিভিন্ন স্তরের পরীক্ষা। তাই একেবারে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গৃহে প্রথম দিনের শুভ প্রবেশ (?) হইতে শিক্ষার্থীরা শুনিয়া আসিতেছে—পরীক্ষার ফল ভাল করিতে হইবে এবং মা সরস্বতীর নিকট হইতে ছাড়পত্র পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই মন্ত্রই সর্বদা কানে অনুরণিত হয়।

সাম্প্রতিক কালে পরীক্ষা গ্রহণ এবং পরীক্ষা প্রদান—উভয়বিধ কার্যই সমস্যাকীর্ণ এবং বিভীষিকার বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বালখিল্যদের ক্ষেত্রে না হউক, তদীয় অগ্রজবৃন্দের অনেকেই পরীক্ষাকেন্দ্রে নানাপ্রকারের উৎপাত শুরু করেন। দাবী—মনোমত প্রশ্ন প্রশ্নপত্রে থাকিতে হইবে। অস্যার্থ :, সমস্ত প্রশ্নই পরীক্ষার্থীদের কপ্‌চান বুলির এক্তিয়ার-ভুক্ত হইতে হইবে। চিন্তার প্রয়োজন এমন প্রশ্ন পরিহর্তব্য। পরীক্ষা কেন্দ্রে পরিচালকগণের রকমারি ঝকমারি। পরীক্ষাগৃহ ত্যাগ, স্থানে স্থানে টেবিল চেয়ার ভাঙ্গাভাঙ্গি, জানালার কাচ চূর্ণীকরণ, মূল্যবান বস্তুসমূহের বিনাশ—দক্ষযজ্ঞাগারে এই সব প্রথম তাণ্ডব চলে। বিষফোঁড়া স্বরূপ ঘেরাও একটি মারাত্মক ব্যাধি। মান ও জানের 'পেরেশান' সকলকে ভাবাইয়া তুলিতেছে।

সুতরাং পরীক্ষা ব্যবস্থাপক, পরিচালকদের একটি রীতিমত শক্ত সমস্যা বৈকি। ইঁহারাও পরীক্ষার ভয়ে ভীত। পরীক্ষাকেন্দ্রে রওয়ানা হওয়ার আগে ইঁহারা আপন ইষ্ট দেবদেবীকে স্মরণ করিয়া থাকেন। কায়মনোবাক্যে দিনান্তে অক্ষত দেহে গৃহে ফিরিবার আশীর্ব্বাদ যাচ্‌ঞা করেন। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষাব্যবস্থার সংস্কার ঠিক কী ভাবে করা যায়, এই এক বিরাট চিন্তা। ভাবনা পরীক্ষার্থীর ভাবনা পরীক্ষাব্যবস্থাপকদেরও কোন অংশে কম নয়। কিছু দিন আগে পরীক্ষাসংস্কারের বিষয়টি নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত উপাচার্যদের আলোচনায় স্থান পাইয়াছিল। পরীক্ষাসংস্কার করিতে সকলেই চাহিয়াছিলেন; তাই বহুবিধ নরম-গরম '—তব্য' যুক্ত কথা শুনা গেল; কিন্তু বৈঠক তিমির অপসারণে অপারগ হইল। বর্তমান পরীক্ষাব্যবস্থা যে অচল তাহা সকলেই বুঝিলেন; কিন্তু কী ভাবে তাহার সংস্কার সাধন করা যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। অথবা কোন ফর্মূলাও কেহ বাতলাইতে পারেন নাই। শেষে উদোর পিণ্ডি বুধো পাইল। স্থির হইল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশন পরীক্ষা সংস্কার করিবার জন্য একটি কমিটি গঠন করিবেন এবং সেই কমিটি যে সুপারিশ করিবেন তাহার ভিত্তিতে কাজ শুরু হইবে।

আমরা শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ জানি। বহু পূর্বে ঘোষিত পরীক্ষা সংস্কারের সুপারিশকে অদ্যাবধি কার্যে রূপ দেওয়ার অযথা বিলম্ব হইয়াছে। ইহাতে কাহারও মাথাব্যথা নাই। আমাদের এই দেশে শিক্ষা ব্যবস্থায় নানা অরাজকতা। তাহার উপর পরীক্ষা সংস্কারের হারকিউলিসীয় কার্যে হাত দিতে যাইবেন কে? একটা জিনিস ভালভাবেই লক্ষ্য করা যায়। যে কোনও বিষয়ে কলাও আকারে কোন কমিটি বা কোন কমিশন নিয়োগ করা হয়। তাবৎ কমিটি-কমিশন সনের পর সন নানা সমীক্ষা-নিরীক্ষা করিতে থাকেন। সময়কে হত্যা করার কী সুন্দর ব্যবস্থা। আলোচ্য পরীক্ষা-সংস্কার কমিটির কর্ম তৎপরতা লক্ষ্য করিবার জন্য দেশের শিক্ষার্থীদের হতভাগ্য অভিভাবকবৃন্দ দিন গুণিতে থাকুন।

কারণ ইহার নিষ্পত্তির পথ গোলাপের শয্যা নয়। প্রচলিত পরীক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থায় বিভিন্ন মুখরোচক পদ তথা প্রাপ্তব্য 'টুপাইস'ও কম নয় এবং তাহাতে আয়কর দিতে হয় না। কাজেই যেখানে হাজার হাজার 'ভুঁড়িপোষণের' ব্যবস্থা আছে, তাহার একটা ব্যতিক্রমে 'আমাদের-দাবী—জাতীয়-দাবী' গোছের ধুয়া উঠিবার সমূহ সম্ভাবনা। আর 'মুখে বলি যাহা অন্তর না চাহে তাহা' মনোবৃত্তি দেখা দিতে পারে যখন ঐ 'টুপাইস' বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। পরীক্ষা সংস্কারের দ্বারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তগুলির ছেদ পড়িলে ভাল হইবে কি?

এখনকার কপচান বুলি প্রয়োগধর্মী পরীক্ষায় মেধার যাচাই নাই; না স্কুলে, না কলেজে, না বিশ্ববিদ্যালয়ে। অজস্র টিউটোরিয়াল হোম অথবা নানা সূত্রে প্রসাদপুষ্ট পরীক্ষার্থী হিতৈষী পরীক্ষা সমুদ্রে। উত্তাল প্রশ্নতরঙ্গমালার জন্য যে সব লাইফবেল্ট নিক্ষেপ করেন, তাহাতে অতি সহজেই একটি তকমার অধিকারী হওয়া যায়। আজিকার শিক্ষা 'ন চ মেধয়া', অন্ততঃ পরীক্ষাপর্ব তাহাই ঘোষণা করিতেছে। পঠন-পাঠনে পরীক্ষা-পাশের দীক্ষামন্ত্র। জ্ঞানচর্চার বুকে যে অনন্ত মরুতৃষ্ণা, বর্ত্তমানের পরীক্ষা ব্যবস্থায় তাহার নিবৃত্তি হইবে না। অন্তর দিয়া শিক্ষার বিষয়কে অনুশীলন করার প্রবৃত্তি কাহার কতটা আছে - এই ভিত্তিতে পরীক্ষা সংস্কারের কাঠাম ঠিক করার প্রয়োজন।

নূতন মুন্সেফ বাবু

জঙ্গিপুর মুন্সেফী আদালতের প্রথম কোর্টের মুন্সেফ শ্রীবিজনকুমার দত্ত মহাশয় সবজজ পদে উন্নীত হইয়া হাওড়ায় বদলী হওয়ায় তাঁহার স্থানে শ্রীসঞ্জীবকুমার সিংহ মহাশয় কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা নবাগত মুন্সেফ বাবুকে সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। 'অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু'।

॥ সংবাদ বিচিত্রা ॥

—০—

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেনের মৃত্যুতে গত ৬-৫-৬৯ তারিখ রঘুনাথগঞ্জ উ, মা, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের উদ্যোগে একটি শোক-প্রস্তাব গ্রহণের প্রস্তাব উঠে। যথারীতি দৈনন্দিন কার্য চলার পর এইরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করায় আপত্তি উঠিল। তাই গত ৭-৫-৬৯ তারিখ বিদ্যালয়ের কার্যারম্ভের পূর্বে শিক্ষকদের বিশ্রামকক্ষে যখন শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হইতেছিল, তখন বিভিন্ন শ্রেণীকক্ষে ছেলেরা হৈ চৈ করিতেছিল। ইহার পর প্রতি শ্রেণীকক্ষে ২ মিনিট নীরবতা পালন করিয়া স্বর্গত রাষ্ট্রপতির আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

'এই কি তোমার প্রেম.....'।

উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের বিশ্রামকক্ষের দক্ষিণ দিকের কোণে ঝুলমাখা এবং মান্ধাতা আমলের শুক্‌না একগাছি মালাপরান কবিগুরুর প্রতিকৃতি দেখা যাইবে। সর্বত্র রবীন্দ্র জন্মদিবস পালিত হইলেও অত্র বিদ্যালয়ে কবিগুরু 'তুমি কি কেবলি ছবি' শুধু ঝুলে মাখা।

পড়িলে ভেড়ার শিংয়ে ভাঙ্গে হীরার ধার।'

* * *

কথা উঠিয়াছিল, ১৯-৫-৬৯ এই বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণী উৎসব হইবে। মহকুমা-শাসক মহাশয়কে এই বিষয় জানান হয়। পরবর্ত্তী-কালে তাঁহাকে নাকি বলা হইয়াছে যে, অর্থাভাবে ইহা বন্ধ রহিল।

'মাকাল খাইলেই নাকাল।'

* * *

গত ১৩-৫-৬৯ তারিখ উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক-গণ গত মার্চ মাস হইতে বেতন না পাওয়ায়, আংশিকভাবে বেতন বণ্টনের সুদীর্ঘ ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থার জন্য এবং শিক্ষকগণের বেতনদান ব্যাপারে প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের প্রচেষ্টার অভাবে বাধ্য হইয়া অবস্থান কর্মবিরতি (Sit-in-strike) পালন করেন। শিক্ষক সমিতির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আট দফা দাবী প্রধান শিক্ষক মহাশয় পালন করিবেন—এই প্রতিশ্রুতি লিখিতভাবে দিয়াছেন।

'যাত্রা করেছ দুরগম পথ
ক্ষুরধার সম সূক্ষ্ম।'

নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ

—পশুপতি চট্টোপাধ্যায়

আমি নিজে নাটক ভালবাসি বলে রবীন্দ্র-জন্মতিথিকে উপলক্ষ করে নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু বলবার চেষ্টা করেছি। একটা কথা প্রায় শোনা যায় যে রবীন্দ্রনাথকে নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ বলা হয় না কেন? অন্যান্য নাট্যকারদের বেলায় নাট্যকার কথা ব্যবহার করা হয় কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বেলায় তা হয় না। আমার মনে হয় তার কারণ হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্বন্ধে আমাদের অনেকের অনেক রকম ধারণা আছে। একটা হচ্ছে তাঁর নাটক নাটক নয় কাব্য এতে নাটকীয়তা নেই। কেউ কেউ আবার বলে থাকেন রবীন্দ্রনাথের সংলাপ এত আরষ্ট ও এত অস্বাভাবিক যে সাধারণ মানুষের মন এর মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায় না ফলে জনসাধারণ রস গ্রহণ করতে পারে না। কথাটা বিচার সাপেক্ষ। আমার মনে হয় সাধারণের এই রকম ধারণার মূলে হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের নাটক পরিপূর্ণ ভাবে না বোঝার কারণ। তাঁর নাটককে বোধ দিয়ে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করতে না পারলে বাংলা নাটকের মান উন্নত হবে না।

রবীন্দ্রনাথ নানা জাতীয় নাটক লিখে গেছেন —তার মধ্যে চিত্রকুমার সভা, বিসর্জন, শেষরক্ষা নিয়ে কখন কোন কথা ওঠেনি। এই নাটকগুলির অভিনয় বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠী দ্বারা অভিনীত হয়েছে এবং লোকপ্রিয়তা অর্জন করেছে। কিন্তু সেই লোকেরই অন্য ধরণের নাটক নিয়ে এত মতভেদ কেন? যিনি কাব্যে, সাহিত্যে, উপন্যাসে, ছোট গল্পে, প্রবন্ধে আশ্চর্য্য রকম সাফল্য লাভ করেছেন কেবল নাটকের বেলায় এলোমেলো করবেন এ কথা ত যুক্তিনির্ভর নয়। তা হলেই বোঝা যাচ্ছে তাঁর নাটক সম্বন্ধে একটা সম্পূর্ণ বোধ তৈরী হওয়া দরকার এবং তা হবার পরেই ভবিষ্যৎ বাংলা নাটক রবীন্দ্রনাথকে উত্তরণ করে আরো বৃহত্তর ভূমিকায় নিজের প্রকাশকে প্রসারিত করতে পারবে। জন-সাধারণ তখনই বুঝবে যে রবীন্দ্রনাথ বাংলা দেশের মানস আবিষ্কার চেষ্টা করেছেন তাঁর নাটকের মাধ্যমে। এর পরেও যদি রবীন্দ্রনাথকে নাট্যকার বলা না হয় সেটা আমাদের লজ্জা।

এখন কথা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্বে বাংলা দেশে কি নাটক ছিল না—না অভিনয় হ'ত না। ইংরাজী শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশে ইংরাজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রবর্ত্তন হ'ল। কয়েকটী ইংরাজী থিয়েটার স্থাপিত হ'ল। কলকাতার প্রথম বেঙ্গলী থিয়েটার প্রবর্ত্তিত করলেন একজন ভারতীয় সংস্কৃত মুগ্ধ রাশিয়ান হেরাসিম লেবেডেফ্। এর পর ধীরে ধীরে শিক্ষিত বাঙ্গালীরা নাট্যশালা স্থাপন করতে উৎসাহিত হয়েছিলেন ও প্রসন্ন ঠাকুরের প্রচেষ্টায় প্রথম বাঙ্গালী হিন্দু থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হ'ল। সে যুগের রামনারায়ণ তর্করত্ন কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতিদের নাম স্মরণীয়। বাংলা নাটকের সূচনা থেকে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর নাট্যচর্চা অনেকটা প্রভাবান্বিত হয়েছিল এলিজাবেথিয়ান ও সেক্সপীয়ারের নাট্যাদর্শে। বাংলা নাটকের তখন গৌরবময় ঐতিহ্য যে ছিল না তা নয় তবে বাংলা নাটকের এই গৌরবময় ঐতিহ্য লাভ করেছিল রবীন্দ্র নাটকে। বাংলা রঙ্গমঞ্চের আওতায় তিনি কখন আসেননি কিন্তু দূরে থেকেও তিনি বাংলার নাট্য সাহিত্যে ও বাংলার রঙ্গমঞ্চে যে জিনিস দিয়ে গেছেন তার তুলনা হয় না। বড়ই দুঃখের কথা অনেকে বলে থাকেন আমাদের দেশে নাটক নেই—পাশ্চাত্য গুণপনায় তারা শতমুখ। আমি তাদের কবির কথাটি স্মরণ করতে বলি—

"বহু দিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরি
দেখিতে গিয়েছিলাম পর্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শীষের উপর
একটি শিশির বিন্দু।"

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

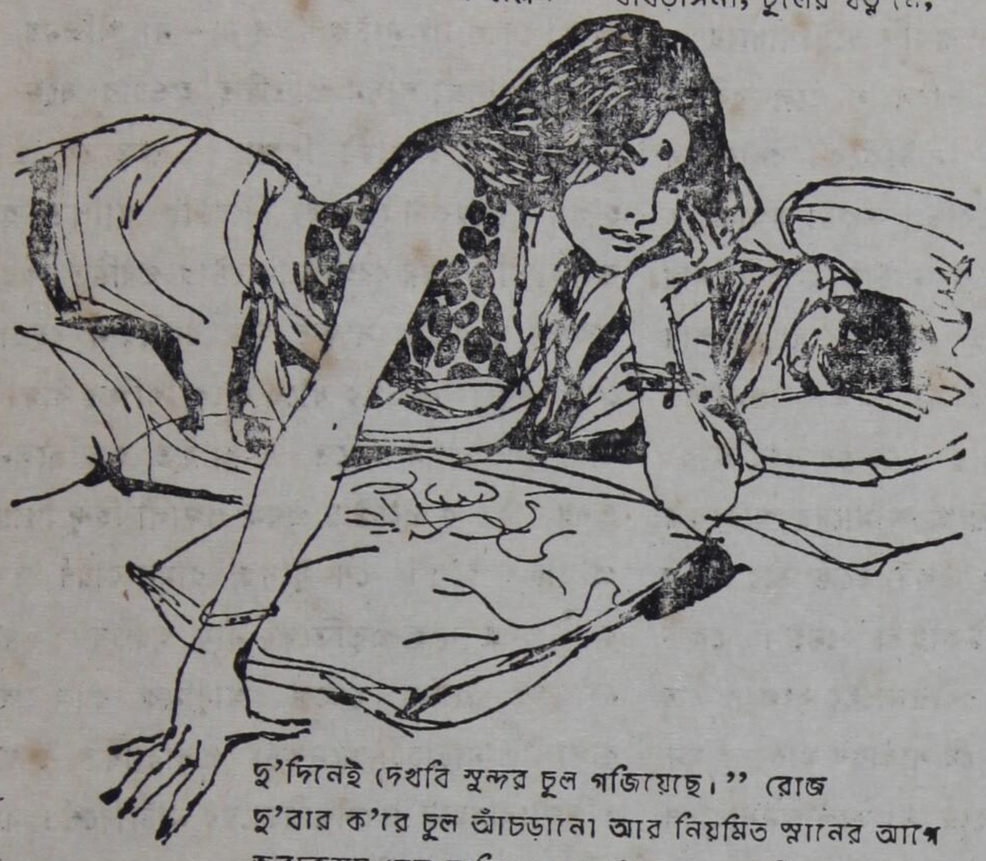

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস ০ কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

ডাবর আমলা কেশ তৈল

কেশ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে ও ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্গমে সহায়তা করে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেণ্ট—**শ্রীনবীগোপাল সেন,** কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও গোডাউন
৮৩।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

দাঁত তোলানোর ও বাঁধানোর
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
ডেণ্টাল ক্লিনিক
ডাক্তার শ্রীদীনেশকুমার প্রামাণিক, ডেণ্টাল সার্জ্জেন
পোঃ জিয়াগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের
পামারি
চুলকুনি ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ
কবিরাজ **শ্রীরোহিণীকুমার রায়,** বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর
রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য সডাক ৪·০০ চারি টাকা, শহরে ৩·০০ তিন টাকা, প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা।

বিজ্ঞাপনের হার:—প্রতিবার প্রতি লাইন ৭৫ পয়সা। প্রতিবার প্রতি সেন্টিমিটার ১·২৫ এক টাকা পঁচিশ পয়সা, পূর্ণ পৃষ্ঠা ৬০·০০ ষাট টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩২·০০ বত্রিশ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ১৮·০০ আঠার টাকা। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)